

স্বাধীনতা

তারিখ ... ..  
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

## কলকাতা বইমেলায় বাংলাদেশ দিবস

মিত বসু, কলকাতা থেকে ১ ঘোড়া দাঁড়ালে যেম খুলো ওড়ে, মানুষের ছাট্টাছাট্টিতে তেমন কলকাতা বইমেলা লাকীর্ণ হয় প্রতিবার। ব্যতিক্রম এবার। ক্রমে ক্রমে মেলায় যেন কমে যাচ্ছে মানুষের প্রবেশ। তাই মেলা যাচ্ছে, খুলো নই। ফেব্রুয়ারির দু'তারিখটা ছিল অবশ্য মন্য দিনের থেকে আলাদা। এদিন নিশ্চয় মলায় আসে প্রাণের জোয়ার। উৎসবের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। দিনটিতে বাঙালী যেন নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। খুঁজেও হয়ত পেয়েছে তাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। কারণ আর কিছুই নয়, দিনটি ছিল যে বাংলাদেশ দিবস। তাই অন্য কোন আকর্ষণ তাদের বশ করতে পারেনি। মানুষের মিছিল গিয়ে থেমেছে কলকাতা বইমেলায়। বাংলাদেশের বইয়ের ঊলঙ্গলো আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছে। বাতাস সুরভিত করেছে বাংলাদেশের গান ও কবিতা।

সব থেকে প্রাজ্ঞল হয়েছে 'মুক্তিযুদ্ধপরবর্তী বাংলাদেশের সাহিত্য' শীর্ষক আলোচনাটি। এই আলোচনা সভাটি মনোমুগ্ধকর হয়ে উঠেছিল তথ্যের গুণে ও বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে। অংশ নিয়েছিলেন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী মমতাজউদ্দীন আহমদ, হায়াত মামুদ, নশিদ হায়দার ও বেবী মওদুদ ছাড়া আরও

মকে। আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশের

উপাদান হিসাবে মানুষের কথা উল্লেখ করেন। তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গণআন্দোলন বাংলাদেশের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

আলোচনায় মূল নিবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ। উপরত্নদূত হুমায়ুন কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনাসভায় অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন আহমদ বলেন, একান্তরে স্বাধীনতা এলো আর বাংলাদেশের সাহিত্য দু'কূল ছাপিয়ে হাজার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো। তবে তেমন কোন মোহনীয় কাজ হয়নি। আগে যা ছিল তারই বিচার সংস্কার বিবর্তন করে স্বাধীনতাউত্তর বাংলাদেশের সাহিত্য ও সঙ্গীত সমকাল ও দূরদীর্ঘত সন্ধান করে চলেছে। মূল আলোচনার ওপর উনুজ আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ, অধ্যাপক ক্ষেত্রমুখু ও ডঃ স্তবরঞ্জন দাশগুপ্ত।

তারা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের সাহিত্য এগোচ্ছে। তার একটা নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। সে চরিত্রটিই ভবিষ্যতকে আলোকিত করবে। এই জটিল সময়কে আরও গভীরভাবে সাহিত্যে ধরে রাখার দাবিও উঠেছে। কলকাতায় বাংলাদেশের উপরত্নদূত হুমায়ুন কবির এই ঐতিহাসিক দিনটি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সাংগঠনিক নৈপুণ্যে সভাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছেন বাংলাদেশ উপদূত বাসের,